আধুনিক কালের মানুষের জীবনে এল নানা পরিবর্তন। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা আর জটিলতর বিন্যাসগুলি বৃদ্ধি পেতে লাগল। একদিকে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের মনে নানা প্রশ্ন জাগিয়ে তুলল অন্যদিকে ইংল্যান্ড-এর শিল্পবিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব মানুষের জীবনের বাঁক ঘুরিয়ে দিল।

এই পরিবর্তিত সময়ে পরিবর্তিত জীবনের ছবি আঁকার জন্য দরকার হল নতুন ক্যানভাসের। সাহিত্যের এই ক্যানভাস হল উপন্যাস। উপন্যাস নামক সাহিত্যসংরূপ মানুষের জীবনের জটিলতর বিন্যাসগুলিকে অবয়বে ধারণ করতে চাইল। নতুন আঙ্গিক, নতুন নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে গোটা জীবনকে ধরতে চাইল উপন্যাস।

রিচার্ডসন-এর 'পামেলা'কে দিয়ে যাত্রা শুরু হল উপন্যাসের। প্রথমদিকে রিচার্ডসন, সারা ফিল্ডিং-রা চরিত্রের মনের খবর দেওয়াকেও জোর দিচ্ছিলেন। হেনরি ফিল্ডিং বরং বলছিলেন যে চরিত্রকে কাজের দিকে দেখাই দরকার ঔপন্যাসিকের।

উপন্যাসতাত্ত্বিকরা উপন্যাসের উপাদানগুলিকে শরীরী ও অশরীরী এই দুইভাগে ভাগ করলেন। প্লট, চরিত্র, ভাষা, সঙ্গীত — এই সব উপাদান শরীরী উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হল। পাশ্চাত্য উপন্যাস রচনা শুরুর অনেক পরে বাংলা উপন্যাস শুরুর প্রয়াস। প্রথমদিকে বাংলা সাহিত্যে দেখা দিল ছক কাটা চিত্রসমষ্টি। 'নববাবুবিলাস', 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'সফল স্বপ্ন', 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' — উপন্যাস রচনার প্রস্তুতি পর্ব।

Scanned with CamScanner

বাংলা প্রথম সার্থক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'দুর্গেশনন্দিনী', এরপর 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী', 'সীতারাম' — এভাবেই বাংলা উপন্যাস জন্মলগ্নেই পেয়ে গেল বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

এই সময় রচিত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট', 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা' বিখ্যাত। রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার', 'সমাজ', 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'মহারাষ্ট্রজীবন প্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' বিখ্যাত উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ', তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসও উল্লেখযোগ্য।

বাংলা উপন্যাসে এরপর এল রবীন্দ্রযুগ। 'বৌঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি' থেকেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে চেনাতে লাগলেন অন্যরকম উপন্যাসের স্রষ্টা হিসেবে।

এরপর 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস। এরপরের রবীন্দ্র উপন্যাসের নাম 'ঘরে বাইরে'।

Scanned with CamScanner